দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

25

শিক্ষা ও বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ড

সম্প্রতি একটি দৈনিকে দেশের ৯টি জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান করুণ অবস্থার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এগুলোর সমস্যার মধ্যে ভিন্নতা নেই। প্রায় সবগুলো বিদ্যালয়েই রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবের অভাব; নেই বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম, খাবার পানি ও শৌচাগারের ব্যবস্থা। দীর্ঘ দিন ধরেই প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে প্রায় সবখানেই নির্মাণ, সংস্কার বা সম্প্রসারণের কাজ থেমে আছে। এ সবই পুরনো সমস্যা। বর্তমান বছরে দফায় দফায় বন্যা হওয়ায় বিদ্যমান উপরোক্ত সমস্যাগুলো ইতিমধ্যেই সংকটে রূপ নিয়েছে। স্কুলগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে বন্যা। অনেক জায়গায়ই এখন খোলা আকাশের নীচে পাঠদান চলে। কোথাও পরিস্থিতি এমন প্রকট রূপ নিয়েছে যে, গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে স্কুল চালিয়ে নিচ্ছেন। একই পরিস্থিতির সম্মুখীন যেসব জায়গায় তা সম্ভব হয়নি সেখানে স্বাভাবিকভাবেই স্কুল বন্ধ হয়ে আছে।

এ সমস্যা কেবল রিপোর্টে বর্ণিত পাবনা, খাগড়াছড়ি, লালমনিরহাট, নাটোর, বরগুনা, বাগেরহাট, শেরপুর, ভেদরগঞ্জ ও রূপগঞ্জেরই নয়। নাটোর থেকে খাগড়াছড়ি গোটা দেশের জন্যেই তা সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভালো অবস্থায় আছে তা-ও বলা ঠিক হবে না। বন্যায় স্কুল ভবন ধসে পড়েছে, মেরামত হচ্ছে না, এ ধরনের খবর বিভিন্ন এলাকা থেকেই আসছে।

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সবখানেই একই অবস্থা, মাত্রাভেদে যদিও একটু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নিম্ন ও মাধ্যমিক স্তরে অবস্থা অধিকতর খারাপ, যার ফলে শিক্ষার ভিতটা দুর্বল থেকে যাচ্ছে। এদিকে নজর দেয়ারও যেন কেউ নেই। শিক্ষার প্রতি একি আমাদের ইচ্ছাকৃত বৈষম্য? শিক্ষাখাতে সবসময় অপ্রতুল ব্যয়বরাদ্দ আজ এমনি সন্দেহ জাগিয়ে তুললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

গ্রামীণ বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। দীর্ঘদিন ধরে যদি কোন শিক্ষক বেতন না পান, পাঠদানে তার আগ্রহ থাকবে এমন ভাবা অযৌক্তিক। স্কুলগুলোর সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ কমতে থাকার সাথে সাথে পড়াশোনার মানও একই সমান্তরালে নিম্নগামী হতে থাকবে। প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দের অভাবে সৃষ্ট অসুবিধার কারণে পড়ুয়ারাও তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাবে পড়াশোনার যে মারাত্মক ক্ষতি হয় তা অন্য কোনভাবে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রের ব্যর্থতা এরই অনিবার্য পরিণতি।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক দৈন্যদশা তাই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কথায় আর কাজে অমিলের এ ধারা অব্যাহত থাকলে একসময় সত্যি সত্যি দেখা যাবে জাতির মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। সোজা হয়ে চলা তার পক্ষে তখন আর সম্ভব হবে কি?